ইসলামি সাহিত্যের স্বরূপ

রচনায়-শাইখ আব্দুল্লাহ আল-সুহাইল (ফাঃ আঃ)

পরিবেশনায়- saifullah media

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

"ইসলামি সাহিত্যের স্বরূপ"

প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা আল্লাহ সুবহানাহু **ওয়া তায়ালার জন্য, যিনি জগতসমূহের রব। স্বলাত ও সালাম রসুল সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতি। শান্তি বর্ষিত হোক নাবী (সঃ) এর পরিবার, বংশধর, সাহাবীগণ (রাঃ) এবং তাদের যথাযথ অনুসারীদের উপর। আল্লাহ্ আমাদেরকে ও তাদের অন্তর্ভূক্ত করুন, আমীন।**

মহাজ্ঞানী আল্লাহ তার কিতাবে বলেন.

وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ [٢٦:٢٢٤] أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ [٢٦:٢٢٥] وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ [٢٦:٢٢٦] إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانتَصَرُوا مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا ۗ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ [٢٦:٢٢٧]

"আর কবিদের অনুসরণ করে তারা যারা বিভ্রান্ত। তুমি কি দেখনা, তারা বিভ্রান্ত হয়ে (কল্পনার জগতে) প্রত্যেক উপত্যকায় ঘুরে বেড়ায়? এবং তারা বলে যা তারা করে না। কিন্তু তারা ব্যতীত যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে এবং আল্লাহকে বারবার স্মরণ করে ও অত্যাচারিত হবার পর প্রতিষোধ গ্রহণ করে। অত্যাচারীরা শীঘ্রই জানবে তাদের গন্তব্যস্থল কোথায়!" (সূরা আশ শুয়ারা ২৬ঃ ২২৪-২২৭)।

আল্লাহ্ তায়ালা আরও বলেন,

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا ۚ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ [٣١:٦]

"আর মানুষের মধ্যে কেউ কেউ অজ্ঞতাবশতঃ আল্লাহর পথ থেকে (মানুষকে) বিচ্যুত করার জন্য অবান্তর কথা বার্তা ক্রয় (সংগ্রহ) করে এবং এই পথটিকেই ঠাট্রা-বিদ্রুপ করে; তাদের জন্যে রয়েছে অপমানজনক শাস্তি" (৩১:৬)।

'ইসলামি সাহিত্যের স্বরূপ' প্রবন্ধের সাথে সংশ্লিষ্ট আয়াত সমূহ শুরুতেই উল্লেখ করা হল। অন্য আয়াত ও হাদীস যথাস্থানে উল্লিখিত হবে ইংশাআল্লহ (আরবী উচ্চারণের সাথে সংগতি রেখে)। এতে সংক্ষেপে যে সব বিষয় আলোচিত হবে- সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয়, প্রচলিত তথাকথিত সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য এবং তথাকথিত সাহিত্য সম্পর্কে সচেতনতা, লাভ-ক্ষতি, পার্থক্য, প্রচলিত বিষয়সমূহ, ইসলামি সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য, সমাজে ইসলামি সাহিত্যের প্রচলন, সাহিত্যের ধারা, ও আমাদের করণীয় ইত্যাদি।

সাহিত্য কি? সাহিত্যের কয়েকটি প্রচলিত সংজ্ঞা ঃ-

ক. সাহিত্য হল দেশ ও জাতির জীবন মানসের প্রতিফলন।

খ. সাহিত্য হল জীবনের সমালোচনা।

গ. জীবনের প্রতিবিম্বই সাহিত্য।

ঘ. নিজের কথা, পরের কথা বা বাহ্য জগতের কথা সাহিত্যিকের মনোবীণায় যে সুরে ঝংকৃত হয়, তার শিল্পসংগত প্রকাশকেই সাহিত্য বলে। ইত্যাদি।

সাহিত্যের বহু সংজ্ঞা পাওয়া যায়। সাহিত্যের নানা অনুষদ রয়েছে। অর্থাৎ যে সব বিষয় সাহিত্যের অন্তর্ভূক্ত তা একেবারে কম নয়। যেমন- গল্প, ছোট গল্প, উপন্যাস, রচনা, প্রবন্ধ, নিবন্ধ, কবিতা, কাব্য, মহাকাব্য, পুঁথি (প্রাচীন), ছড়া, কৌতুক, নাটক, নাটিকা, সংগীত, গান, গজল, পত্র, পত্রিকা, সাময়িকী এবং ইতিহাস, যাতে মানব জীবনের ধারাবাহিক বিবরণ থাকে ইত্যাদি। এক কথায় জীবনের সাথে সম্পর্কিত শিল্পসংগত বা নিয়মতান্ত্রিক প্রকাশ, যা বিভিন্ন উপায় উপকরণের মাধ্যমে উপস্থাপিত বা লিখিত হয়। সাহিত্যের প্রতিটি অংশ বা অনুষদের পরিচয় ও সংজ্ঞার বিস্তারিত আলোচনা আছে। সেগুলো আলোচনা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। বরং প্রচলিত সাহিত্য থেকে ইসলামি সাহিত্যের সাতন্ত্র্য সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহই এ প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়। সাহিত্যের নানা অনুষদ কোন মানদন্ডের ভিত্তিতে রচিত হলে তা ইসলামি সাহিত্যরূপে বিবেচিত হবে এ প্রবন্ধে তাই আলোচ্য বিষয়। মানুষ ও মানুষের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয় সমূহ অনিবার্যভাবেই সাহিত্যের উপাদান। নৈতিকভাবে সাহিত্য ও সাহিত্যিক দুধরণের। প্রবন্ধের শুরুতে

উল্লিখিত আয়াত সমূহে সুস্পষ্ট দুটি পক্ষের উল্লেখ রয়েছে। মন্দ ও ভাল। দুটি ধারার সাহিত্য নিয়েই আমরা আলোচনা করছি।

প্রচলিত ও তথাকথিত সাহিত্য এবং এর মৌলিক বৈশিষ্ট্য সমূহ এবং তথাকথিত সাহিত্য সম্পর্কে সচেতনতাঃ-

যেমনঃ ১. তথাকথিত সাহিত্য কোন নির্ভূল (পূর্ণ) নিয়মের অনুসরণ করে না। এটি নির্ভূল আইন কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত নয়। হ্যাঁ; সেও নিয়ম মানে তবে তা মানুষের সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি, সীমাবদ্ধ চিন্তা ও মস্তিষ্কপ্রসূত, যাতে অনেক ভূলভ্রান্তি রয়েছে। সংগত কারণেই এরূপ সাহিত্য জীবনের জন্য উপকারী নয়। একটা সঠিক মানদন্ড থাকতে হবে, যার নিয়ন্ত্রণ মেনে সাহিত্য রচিত হবে এবং ঐ মানদন্ডের আলোকেই নির্ণয় করা হবে রচিত সাহিত্য সঠিক না ভূল। মানুষ যদি সাহিত্য রচনা করতে চায় তবে অবশ্যই তাকে তার স্রষ্টা আল্লাহ তায়ালার নিয়ম অনুসরণ করেই তা রচনা করতে হবে। মানবীয় সত্তা ও দুর্বলতার উর্ধ্বে সকল প্রকার ক্রুটিমুক্ত এবং সত্য, ন্যায়, নিষ্ঠ ও আল্লাহ প্রদত্ত নিয়ম শৃঙ্খলা ও নিয়ন্ত্রণ মেনে সাহিত্য রচনা করলে তা যথাযথ ও উপকারী সাহিত্যরূপে বিবেচিত হবে।

২. যথাযথ নিয়ম না মেনে বা সঠিক মানদন্ড অনুসরণ না করে সাহিত্য রচনা করলে তাতে হয়তো বইয়ের স্তুপ হয়ে যাবে অনেক সময় শ্রম মেধা ও সম্পদের অপচয় হবে। এজন্য কাগজ তৈরির কাজে গাছপালা বন উজাড় হয়ে যাবে কিন্তু কোন লাভ হবে না। প্রশ্ন হতে পারে এত সাহিত্য রচিত হবে এতে কি কোন লাভ হবে না। উত্তর হলো- রচিত সাহিত্যের একটি অংশ কোন কোন ভাবে অনিবার্য কারণে ঐ মানদন্ডের সামান্য অংশ অনুসরণ করে রচিত হয় বিধায় সামান্য লাভ হতে পারে। যদিও অধিকাংশ অনিয়মের কারণে এর বিপরীতে সামান্য নিয়ম মানা হলেও তা উল্লেখযোগ্য নয় এ অবস্থার আমূল পরিবর্তন আবশ্যক।

৩. এ মৌলিক মানদন্ড অনুসরণ না করায় তথাকথিত সাহিত্যিকরা প্রকৃতির অনুসরণে সাহিত্য রচনা করেন। কোন বিষয়ে লেখা যাবে বা কোন বিষয়ে লেখা যাবে না তারা তা জানে না বা মানে না। ফলে তারা অনধিকার চর্চায় লিপ্ত হয়। এখতিয়ার বহির্ভূত রচনা করে যেমন অনেকে বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনী বা প্রগতির নামে স্রষ্টা বা দ্বীন ধর্মের বিরোধিতা করে। উর্ধ্বোগতি ও ধ্বংসে পতিত হয়। সমাজে বিষবাষ্প ছড়ায়।

৪. তাদের বেশির ভাগ রচনা কাল্পনিক ও অনুমান নির্ভর এতে মানুষের জাগতিক, আত্মীক, আদর্শিক বা দ্বীনি কোন কল্যাণ হয় না। মানুষ তা গ্রহণ করলে বাস্তবতার পরিবর্তে কল্পনায় ভাসতে বা উড়তে থাকে। মানসিক গুণাবলী তিরোহিত হয়। ফলে তার কর্মকান্ড পৃথিবী, প্রকৃতি ও বাস্তবতার সাথে সামঞ্জস্যশীল হয় না।

হাদীস অনুযায়ী, হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

اياكم والظن فان الظن اكذب الحديث

"তোমরা ধারণা-অনুমান হতে দূরে থাক। কারণ ধারণা-অনুমান সবচেয়ে বড় মিথ্যা। (সহীহ মুসলিম, অনুচ্ছেদঃ কুধারণা, পরচর্চা, হিংসা ইত্যাদি হারাম, হাঃ ৬৩৫৩)

৫. তাদের অধিকাংশ রচনা মিথ্যা কথায় ভরপুর। যে যেভাবে পারে সত্য মিথ্যা যাচাই না করেই রচনা করে। পরে তা প্রকাশিত বা প্রচারিত হয়। প্রকৃতপক্ষে মিথ্যা মিথ্যাকেই প্রতিষ্ঠিত করে এবং মানুষকে সত্য থেকে দূরে রাখে। মহাজ্ঞানী আল্লাহ তার কিতাবে বলেন,

أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ [٢٦:٢٢٥] وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ [٢٦:٢٢٦]

তুমি কি দেখনা, তারা বিভ্রান্ত হয়ে (কল্পনার জগতে) প্রত্যেক উপত্যকায় ঘুরে বেড়ায়? এবং তারা বলে যা তারা করে না। (সূরা আশ শুয়ারা ২৬ঃ ২২৫,২২৬)

অর্থাৎ মিথ্যা বলে। যা ইচ্ছা তাই বলে যেমন অন্যায়ভাবে কারো প্রশংসা করে নিন্দা করে, অসার কথাবার্তা বলে ইত্যাদি। (দ্রঃ তাফসীরে ইবনে কাসীর ২৬/২২৫)

৬. তাদের অধিকাংশ রচনা অন্যায় অনাচার-ব্যভিচার ও অশ্লীলতায় পরিপূর্ণ এগুলো থেকে কুশিক্ষা নিয়ে মানুষ প্রবৃত্তির অনুসরণে অন্যায় কাজে লিপ্ত হয় ফলে মানব সমাজ ক্ষতবিক্ষত হয়ে যায়। মানুষ যেহেতু সমাজের মধ্যেই থাকে তাই প্রায় সবাই এই অনাচারের শিকার হয়। সামাজিকতার পরিবর্তে অসামাজিকতা মানুষকে গ্রাস করে।

৭. প্রচলিত সাহিত্য রচনা-প্রকাশনার অন্যতম উদ্দেশ্য বাণিজ্য তথা অর্থ উপার্জন ফলে অর্থের লালসায় কিছু দুনিয়া লোভী ব্যক্তি মানুষের মন্দ প্রবৃত্তির আধিক্যের সুযোগ নিয়ে অবক্ষয় রচনা করে। এর দ্বারা মানুষ পাপ কামাই করে, অর্থ ও সময় নষ্ট-অপচয় করে। এভাবে মন্দ সাহিত্য রচনা করে তারা অবৈধ উপার্জন করে।

৮. এসব মিথ্যা বানোয়াট কাহিনী গান-কবিতা শুনে পড়ে ব্যস্ত থেকে মানুষ সঠিক দ্বীনি ইলম থেকে দূরে থাকে। সঠিক পথের দিশা না পেয়ে সে পর্যায়ক্রমে পথভ্রষ্ট হয়। আল্লাহর দ্বীন থেকে বিচ্যুত হয়।

আল্লাহ তায়ালা সতর্ক করেছেন,

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا ۚ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ [٣١:٦]

“মানুষের মধ্যে কেউ কেউ অজ্ঞতাবশতঃ আল্লাহর পথ হতে (মানুষকে) বিচ্যুত করার জন্য অসার কথাবার্তা ক্রয় (সংগ্রহ) করে এবং এই পথটিকেই ঠাট্টা-বিদ্রুপ করে; তাদের জন্য রয়েছে অপমানজনক শাস্তি।” (সূরা লুকমান ৩১:৬)

এ আয়াতে বর্ণিত শব্দ (لَهْوَ الْحَدِيثِ) আসার কথা সম্পর্কে ইবনে কাসীরে বর্ণিত আছে- গান, বাজনা, কুফর, জুলুম, মিথ্যা, অন্যায় কথাবার্তা ইত্যাদি। ইমাম ইবনে জারীর (রঃ) বলেন, প্রত্যেক এমন কথা যা মানুষকে আল্লাহর কিতাব, শরীয়াহ/আল্লাহর পথ থেকে ফিরিয়ে রাখে / বিরত রাখে / বাধা দেয় (দ্রঃ ইবনে কাসীর)। রুহুল মাআনী, তাফসীরে মাআরিফুল কুরআন সহ বিভিন্ন কিতাবে বর্ণিত আছে। নযর ইবনে হারিস নামক এক ব্যক্তি পারস্য থেকে কিছু কিচ্ছা কাহিনী নিয়ে এসে মানুষকে শুনাতো। যাতে তারা আল-কুরআন না শুনে ও ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট না হয়। এবং ঐ সব কাহিনীতেই ব্যস্ত থাকে। এ সম্পর্কে (৩১/৬) উক্ত আয়াত নাযিল হয়। মোটকথা আল্লাহর পথ থেকে দূরে রাখতে নানা ফন্দি ও অপকৌশল আছে। তন্মধ্যে তথাকথিত সাহিত্য, কবিতা, গান ইত্যাদি অন্তর্ভূক্ত।

৯. এসব সাহিত্যে মগ্ন হয়ে ও তার অনুসরণ করে মানুষ মন্দ কর্মে লিপ্ত থাকে। কিন্তু মুমিনগণ এসব অসার ক্রিয়াকলাপ থেকে দূরে থাকেন। আল্লাহ্ তায়ালা ঐসব মুমিনকে সফলতা দান করেন,

وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ [٢٣:٣]

"যারা অসার ক্রিয়াকলাপ থেকে দূরে থাকে" (সূরা মূমিনুন২৩:৩)।

এ আয়াতে বর্ণিত শব্দ (اللَّغْوِ) এর অর্থ হল হক্বের বিপরীত বাতিল, মিথ্যা, অন্যায় পাপপূর্ণ কথা ও কাজ, যাতে শির্ক ও অন্তর্ভূক্ত। (দ্রঃ তাফসীর ইবনে কাসীর)

১০. যখন জাহান্নামীদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে, "কিসে তোমাদেরকে সাক্বার এ (জাহান্নামে) নিক্ষেপ করল? উত্তরে তারা যেসব কারণ বলবে তন্মধ্যে অন্যতম হল-

وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ [٧٤:٤٥]

"আমরা সমালোচনা-কারীদের সাথে (অসার ক্রিয়াকলাপে লিপ্ত ব্যক্তিদের সাথে) উক্ত কাজে লিপ্ত থাকতাম" (সূরা মুদ্‌দাস্‌সির ৭৪:৪৫)।

এতে ইলমহীন কথাবার্তা, বিভ্রান্তিমূলক আলোচনা ইত্যাদি বুঝানো হয়েছে (দ্রঃ তাফসীর ইবনে কাসীর)। অযথা গল্প-গুজব, ক্রীড়া-কৌতুক, বাজে খেলাধুলা, বাজে কর্মকান্ড ইত্যাদি প্রচলিত সাহিত্যের প্রধান উপাদান।

১১. আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা আল কুরআনে বলেন,

وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ

"সুলাইমান (আঃ) এর রাজত্বকালে শয়তানরা যা আবৃত্তি করতো তারা তারই অনুসরণ করছে" (২-১০২)।

এ আয়াতে বর্ণিত শব্দ (مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ) দ্বারা প্রধানত যাদু ও এতে ব্যবহৃত কুফরী কালাম উদ্দেশ্য। এতে এ সম্পর্কে কঠোর সতর্কবাণী রয়েছে। যাদু করা ও তা শিক্ষা করা কুফর। যাদুতে পঠিত মন্ত্রগুলো সাধারণত কবিতার ছন্দের (শ্লোকের) মত। তাফসীর ইবনু কাসীরে উল্লেখ আছে, গান-বাজনা, খেল-তামাশা এবং আল্লাহর যিকির থেকে বিরত রাখে এমন প্রতিটি বিষয়ই (মা তাতলুশ শায়াতীন) এর অন্তর্ভুক্ত।

১২. এসব কবিতা রসূলুল্লাহ সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অপছন্দ করতেন, এগুলো তার নিকট অত্যন্ত ঘৃণিত বিবেচিত হত (দ্রঃ তাফসীর ইবনু কাসীর ৩৬:৬৯)।

হাদিসে এসেছে, আবু সঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা 'আরজের' মধ্য দিয়ে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে যাচ্ছিলাম। এমন সময় সামনে দিয়ে এক কবি এলো। সে কবিতা পড়ছিল, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

خذوا الشيطان , او امسكوا الشيطان , لان يمتليئ جوف رجل قيحا , خير له من أن يمتلي ء شعرا .

'এই শয়তানকে ধরো' আথবা 'এই শয়তানকে আটক করো'। 'তোমাদের কারোর পেট কবিতায় ভরার চাইতে পুঁজে ভরে থাকা ভালো' (সহীহ মুসলিম, অধ্যায়ঃ কবিতা, হাঃ ৫৭৩০)।

১৩. প্রবন্ধের শুরুতে উল্লিখিত (২৬-২২৭) আয়াতের শেষাংশে আল্লাহ তায়ালা জালিমদের সতর্ক করেছেন এবং তাদের পরিণাম বর্ণনা করেছেন। কারণ তারা জুলম করে। অন্যায় কবিতা রচনা করে। তারা যা খুশি তাই বলে। অন্যায়ভাবে কারো নিন্দা করে, আবার অতিমাত্রায় (অন্যায়) প্রশংসা করে, যা নিঃসন্দেহে জুলুম। তারা দ্বীন ও মুমিনদের বিরুদ্ধে কটুক্তিপূর্ণ কবিতার মাধ্যমে জুলুম করে।

আল্লাহ তায়ালা এরূপ জুলুমের প্রতিশোধমূলক যথাযথ কবিতা রচনা ও আবৃত্তির অনুমতি দিয়েছেন উক্ত আয়াতের মাধ্যমে।

১৪. যথাযথ মানদন্ড অনুসরণ না করে সাহিত্য রচনা করায় মানুষের ধর্মীয়, ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ইত্যাদি ক্ষেত্রে নানা সংকট ও সমস্যা তৈরি হয়, সম্মান ও জীবনহানী হয়। আমরা আমাদের জীবনে-সমাজে যে অরাজকতা দেখছি, সেজন্য অনেকাংশে দায়ী প্রচলিত নোংরা সাহিত্য। আমরা কিছু সমস্যা উল্লেখ করলাম এবং ইঙ্গিতে অন্যান্য সমস্যা বুঝানোর চেষ্টা করলাম। স্বল্প পরিসরে ব্যাপক আলোচনা নয়, জ্ঞানীর জন্য ইঙ্গিতই যথেষ্ট।

প্রবন্ধের শুরুতে উল্লিখিত আয়াতসমূহ পাঠ করে আমরা জানতে পারি সাহিত্যের নানারূপ বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে। আল্লাহ তায়ালা প্রথমেই মন্দ বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন কবিতা-সাহিত্যের রচয়িতা-কবি ও তাদের অনুসারীদের নিন্দা করেছেন। এতক্ষণ আমরা এগুলো সম্পর্কে আলোচনা করলাম। যেহেতু এগুলো বর্জন করতে হবে, তাই এর রূপরেখা ও বৈশিষ্ট্যসমূহ জানতে হবে। মানুষকে সতর্ক করতে হবে, কারণ যারা এর অনুসরণ করে তারা বিভ্রান্ত।

ইসলামি সাহিত্যের স্বরূপঃ-

বিভ্রান্তদের পরিচয় ও বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করার পর আল্লাহ তাদের বিপরীত পক্ষের কথা উল্লেখ করেছেন, তাদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছেন। যদি কেউ এসব উত্তম বৈশিষ্ট্য-গুনাবলীর অধিকারী হয় এবং এর ভিত্তিতে সাহিত্য রচনা করে, তবে তা ইসলামি সাহিত্যরূপে বিবেচিত হবে। আল-কুরআনের নির্দেশনা ও শিক্ষানুযায়ী এবার আমরা ইসলামি সাহিত্যের স্বরূপ উল্লেখ করব, ইংশা-আল্লহ।

বিভিন্ন আয়াত ও হাদীসে যেসব বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হয়েছে, তা হল–

১.সাহিত্য ও সাহিত্যিক সম্পর্কে যেসব মন্দ বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হয়েছে, এসব অন্যায় সম্পূর্ণরূপে বর্জন করতে হবে। ইসলামী সাহিত্য এরূপ ত্রুটি থেকে মুক্ত। নিশ্চয় আল্লাহ সকল অন্যায় থেকে নিষেধ করেন।

আল কুরআনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেন,

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ [١٦:٩٠]

নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ নির্দেশ দিচ্ছেন ন্যায়পরায়ণতার, আর সদাচরণের ও আত্মীয়স্বজনকে দান করার, আর তিনি নিষেধ করেছেন অশালীনতা আর দুস্কৃতি ও বিদ্রোহাচরণ। তিনি তোমাদের উপদেশ দিচ্ছেন যেন তোমরা শিক্ষা গ্রহণ কর। (সূরা নাহাল ১৬:৯০)
এ ব্যাপারে তিনি আরও বলেন,

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ [٧:٣٣]

বলো, নিঃসন্দেহে আমার প্রভু, অশ্লীলতা- তার যা প্রকাশ পায় ও যা গোপন থাকে, আর পাপাচার, আর অসংগত বিদ্রোহাচরণ, আর আল্লাহর সঙ্গে তোমরা যা শরিক করো যার জন্য কোন দলিল তিনি অবতীর্ণ করেননি, আর আল্লাহ্ সম্বন্ধে এমন কিছু বলা যে সম্বন্ধে তোমাদের কোন জ্ঞান নেই; এ সব নিষিদ্ধ করেছেন। (সূরা আরাফ ৭:৩৩)

২.আল্লাহ তায়ালার ঘোষণা–

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ....

"তবে যারা ঈমান আনে ও সৎ আমল করে" (সূরা আশ শুয়ারা ২৬:২২৭)।

সাহিত্যিক বা কবি আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী ঈমানদার হবেন এবং উত্তম আমল করবেন। তার রচিত সাহিত্য-কবিতায় ঈমান ও সৎ আমলের প্রতিফলন থাকতে হবে, তবেই তা ইসলামি সাহিত্য হিসেবে বিবেচিত হবে। যেমন একজন মুমিন-মুত্তাকী ব্যক্তি তার সাহিত্যে-কবিতায় মুমিনদের ঈমানী জীবনযাপন ইত্যাদি উল্লেখ করবেন, যা শুনে বা পাঠ করে মানুষ ঈমান-আমলে উৎসাহিত হবেন। মানব জীবনে ইসলামের নিয়ন্ত্রণ ও কর্তৃত্ব সর্বক্ষেত্রেই আছে, যারা তা মেনে চলে তাদেরকে নিয়ে বা পুরো ইসলামি সমাজ নিয়ে সাহিত্য রচনা করতে চাইলে উপাদানের অভাব নেই।

৩.আল্লাহ তায়ালা ঐ একই আয়াতে আরও বলেন-

وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا

"এবং আল্লাহকে বেশি বেশি স্মরণ করে" (সূরা আশ শুয়ারা ২৬:২২৭)।

সাহিত্যিক বা কবি আল্লাহর যিকির করবেন। তিনি যে সাহিত্য রচনা করবেন তাতে অবশ্যই যথেষ্ট পরিমাণে আল্লাহর স্মরণ থাকবে। আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা, বড়ত্ব-মহত্ব, পবিত্রতা ইত্যাদির প্রকাশ থাকবে। এটা পড়ে-শুনে মানুষ আল্লাহ তায়ালার দিকে ধাবিত হবে। তার প্রতি মনোনিবেশ করবে এবং তারই উপর ভরসা করা শিখবে।

আল্লাহ তায়ালার দয়া, রহমত ও অনুগ্রহ তার সৃষ্টিকুলের উপর এতো বেশি, যা বর্ণনা করে শেষ করা যায় না, আল্লাহ তায়ালার সৃষ্টি-বৈচিত্র্য নিয়ে চিন্তা-গবেষণামূলক ও শিক্ষনীয় অনেক বিষয় রয়েছে, যা নিয়ে সাহিত্য রচনা করা যায় প্রচুর পরিমাণে।

৪. আল্লাহ্ তায়ালা ঐ একই আয়াতে আরও ঘোষণা করেন–

وَانتَصَرُوا مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا

“এবং নির্যাতিত হওয়ার পর প্রতিশোধ গ্রহন করে” (সূরা আশ শুয়ারা ২৬:২২৭)।

কাফির জালিমদের নানা কটুক্তি, মন্দ কবিতা ও সাহিত্যের বিপরীতে যথাযথ উত্তম কথাযুক্ত প্রতিবাদী কবিতা আবৃত্তি বা সাহিত্য রচনা ও প্রচার করা উচিত, যাতে জুলুম-অন্যায়ের অবসান হয়। সকল যুগেই ইসলাম বিরোধী কাব্য - সাহিত্য - গান ইত্যাদি রচনা করা হয়েছে আবার তার বিপরীতে ইসলামের নির্দেশনা অনুযায়ী কাব্য-সাহিত্যও রচিত ও প্রচারিত হয়েছে। যেমন কাফিরদের মন্দ কবিতার জবাবে নাবী (সঃ) হাসসান (রাঃ) কে কবিতা আবৃত্তি করতে বলেন।

আয়িশাহ্ (রাযিঃ) হতে বর্নিত তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার ব্যাপারে আরো বলেন,

ان الله يوءيد حسان بروح القدوس , ما يفاجر –او ينافح-عن رسول الله صلى الله عليه سلم-

“আল্লাহ তায়ালা রূহুল কুদুস জিবরীল (আঃ) এর মাধ্যমে হাস্সানকে সহযোগিতা করেন যতক্ষণ তিনি গৌরবগাঁথা আবৃত্তি করেন অথবা রসূলের পক্ষ থেকে (কাফিরদের তিরস্কারের) জবাব দেন। (হাসান, সহীহ আত-তিরমিযী, অধ্যায়ঃ শিষ্টাচার, অনুচ্ছেদঃ কবিতা আবৃত্তি প্রসঙ্গে, হাঃ ২৮৪৬)

মুমিন জিহাদ করে তার তরবারী ও জিহ্বা দ্বারা, রসূল সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার কাযা উমরা আদায় কালে তার কোন এক সাহাবী (রাঃ) এর কবিতাকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন,

فلهى اسرع فيهم من نضح النيل-

এই কবিতা তীরের চাইতেও দ্রুতগতিতে গিয়ে তাদেরকে (কাফিরদেরকে) আহতকারী। (সহীহ আত-তিরমিযী, অধ্যায়ঃ শিষ্টাচার, অনুচ্ছেদঃ কবিতা আবৃত্তি প্রসঙ্গে, হাঃ ২৮৪৭)

৫.আল্লাহ তায়ালা উত্তম, হক, যথাযথ ও সঠিক কথা বলতে নির্দেশ দিয়েছেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا [٣٣:٧٠]

হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে ভয় কর, আর সরল-সঠিক কথা বল (সূরা আহযাব ৩৩:৭০)।
সাহিত্য রচনায় এর পূর্ণ প্রয়োগ থাকতে হবে।

৬. সকল মিথ্যা, অসত্য , অন্যায়, অসার ও অযথা কথা বর্জন করে সাহিত্য রচনা করতে হবে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা আল কুরআনে বলেন,

وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ [٢٢:٣٠

বর্জন কর মিথ্যা কথাবার্তা (সূরা হাজ্জ ২২:৩০)।

নবী (সঃ) অযথা গল্প গুজব করতে নিষেধ করেছেন [দ্রঃ বুখারী ও অন্যান্য]। নবী (সঃ) মিথ্যা গল্প বলে হাসাতে বা হাসানোর জন্য মিথ্যা গল্প বলতে নিষেধ করেছেন [দ্রঃ তিরমিযী]।

৭. পূর্বেই আলোচনা এসেছে-মানুষ সাহিত্য রচনা করে মানুষের জন্য তবে (মানুষের) প্রবৃত্তির অনুগামী হয়ে নয় বরং আল্লাহ তায়ালার নিয়ম ও নিয়ন্ত্রণ মেনেই করতে হবে। মানুষ যখন আল্লাহ তায়ালার নির্দেশ মেনে সাহিত্য রচনা করবে তখন তা ইসলামি সাহিত্যের মর্যাদা পাবে।

৮.ভালকে ভাল এবং মন্দকে মন্দ বলাই যথার্থ। কারো অন্যায় (অতিরিক্ত) প্রশংসা করা যাবে না, তেমনি অন্যায়ভাবে নিন্দাও করা যাবেনা। অতিরঞ্জন, বাড়াবাড়ি, গীবত, অপবাদ আরোপ করা যাবেনা। মন্দ ধারণার প্রয়োগ করা যাবেনা।

এ ব্যাপারে আল কুরআনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ ۖ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا -

হে মুমিনগণ! তোমরা বহুবিধ ধারণা করা হতে বিরত থাকো; কারণ কোন কোন ধারণা পাপ এবং তোমরা একে অপরের গেপনীয় বিষয় অনুসন্ধান করো না এবং একে অপরের পশ্চাতে নিন্দা করো না। (সূরা হুজুরাত ৪৯:১২)

মন্দকে ভাল বলা যাবেনা, মন্দের প্রশংসা করা যাবেনা, মন্দকে ভাল রূপে উপস্থাপন করা যাবে না, তেমনি ভালকে মন্দরূপে উপস্থাপন করা যাবেনা, ভালোর নিন্দা করা যাবেনা। মুমিনদের হেয় প্রতিপন্ন করা যাবে না। ব্যঙ্গ বিদ্রুপ করা যাবে না, মন্দ নামে অভিহিত করা যাবে না।

এ ব্যাপারে আল কুরআনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ ۖ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ ۖ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ ۚ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ [٤٩:١١]

হে মুমিনগণ! কোন লোকদল অন্য লোকদলকে উপহাস করবে না; হয়তো তারা এদের চাইতে বেশী ভাল আর কোন নারীরাও অপর নারীদেকে যেন বিদ্রুপ না করে; হয়তো তারা এদের চাইতে বেশী ভাল। তোমরা একে অপরের প্রতি দোষারোপ করো না এবং তোমরা একে অপরকে মন্দ নামে ডেকোনা; ঈমানের পরে মন্দ নামে ডাকা গর্হিত কাজ। যারা এ ধরনের আচরণ পরিত্যাগ করে না তারাই অত্যাচারী। (সূরা হুজরাত ৪৯:১১)

মুমিনদের মর্যাদা ও সম্মান অটুট ও অক্ষুন্ন রাখতে হবে। কুফর ও কাফিরদের সকল অন্যায়ের বিরোধীতা করতে হবে, যথাযথ নিন্দা প্রতিবাদ করতে হবে। কোন ক্ষেত্রেই সীমালঙ্ঘন করা যাবে না।

এ ব্যাপারে আল কুরআনে মহান আল্লাহ বলেন,

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ [٥:٢]

পাপাচারে ও সীমালঙ্ঘনে সহায়তা করো না, আর আল্লাহকে ভয় কর। নিঃসন্দেহে আল্লাহ শাস্তিদানে কঠোর। (সূরা মায়িদা ৫:২)

এসব মানদন্ড অনুযায়ী রচিত সাহিত্যে জীবনের, সমাজের, মানুষের প্রকৃত ও যথাযথ রূপ পরিচয় ফুটে উঠে যা ইসলামি সাহিত্য রূপে বিবেচিত হয়।

৯. আদল, ইনসাফ সকল ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। চিন্তা-চেতনায়, কথা-মন্তব্যে, লেখায়, রচনায়, কবিতায় ও সকল কর্মকান্ডে আদল ও ইনসাফ থাকতে হবে। এমনকি শত্রুর ক্ষেত্রেও ন্যায়বিচার-সুবিবেচনা তথা আদল- ইনসাফ অবলম্বন করতে হবে।

ন্যায় বিচারক আল্লাহ বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ [٥:٨]

হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে বিধানসমূহ পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠাকারী ও ন্যায়ের সাথে সাক্ষ্যদানকারী হয়ে যাও, কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের শত্রুতা যেন তোমাদেরকে এর প্রতি উদ্যত না করে যে, তোমরা ন্যায় বিচার করবেনা, তোমরা ন্যায় বিচার কর, এটা তাকওয়ার অধিকতর নিকটবর্তী এবং আল্লাহকে ভয় কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের কৃতকর্ম সম্বন্ধে পূর্ণ ওয়াকিফহাল। (সূরা মায়িদা ৫:৮)

যুগে যুগে ইসলামের নৈতিকতা ও ন্যায়বিচার প্রত্যক্ষ করে বহু শত্রু বন্ধু হয়ে গিয়েছেন।

১০. অনেক মন্দকে ভালো দ্বারা মোকাবিলা (প্রতিরোধ) করতে হয়। বিশেষত ব্যক্তিগত বিষয়ে মন্দ আচরণের ক্ষেত্রে ভাল কথা-কাজ দিয়ে জবাব দিতে হয়। এর প্রভাব ও সুফল সুদূর প্রসারী ও চমৎকার।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা নির্দেশ দিয়েছেন,

ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ [٤١:٣٤

"মন্দকে প্রতিহত কর ভাল দিয়ে তাহলে তোমার সাথে যার শত্রুতা আছে, সে তোমার অন্তরঙ্গ বন্ধুর মত হয়ে যাবে" (সূরা হা মীম আসসাজদাহ ৪১:৩৪)।

সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ তায়ালা শুধু প্রতিশোধ নিতে বলেন নাই, ছাড়ও দিতে বলেছেন-

وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَٰلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ [٤٢:٤٣]

যে ধৈর্যধারণ করে এবং ক্ষমা করে দেয় তা হবে অবশ্যই দৃঢ় সংকল্পের কাজসমূহের অন্তর্ভুক্ত। (সূরা শূরা ৪২:৪৩)

এটা ব্যক্তিগত বা দ্বীনের ছোট বিষয় বা আদর্শিক বিষয়ে নয়। বরং দ্বীন পরিপূর্ণ রূপে বা যথাযথ অনুসরণ করতে ও করাতে হবে। সুতরাং কোন অন্যায় কথার জবাব কোন উত্তম কথা দ্বারা দেয়া যায়। কাফিরদের কোন অন্যায় বাক্যপূর্ণ কবিতার জবাব সাহাবী (রাঃ) কোন উত্তম কবিতার মাধ্যমে দিয়েছেন, যা বিভিন্ন সীরাত গ্রন্থে বর্ণিত আছে।

১১. সহীহ নিয়ত ও ইখলাছ থাকতে হবে। আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য দ্বীনের-দুনিয়ার জীবনে মানুষের প্রকৃত কল্যাণ কামনা সাহিত্যিক ও সাহিত্যের সাথে সংশ্লিষ্ট থাকতে হবে। পথ-পন্থা-পদ্ধতি-উপকরণ যেরূপ ইসলামি নির্দেশনা অনুসারে হবে, তেমনি উদ্দেশ্য-লক্ষ্য সঠিক হতে হবে। তবেই তা ইসলামি সাহিত্য হিসেবে বিবেচিত হবে।

১২. মানুষের রচনাই সাহিত্য হিসেবে গন্য। যেহেতু ইসলাম মানুষের সার্বিক বিষয় নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করে, তাই মানুষের সকল কর্মকান্ডের সাথে ইসলাম সম্পৃক্ত। মানুষের বিশেষত মুসলিমদের এমন কোন কর্মকান্ড নেই, যে ব্যাপারে ইসলামের বিধান সম্পৃক্ত নয়। কোন না কোন নির্দেশনা জীবনের সকল ব্যাপারে ইসলাম দিয়েছে। হয় আদেশ নয় নিষেধ, পছন্দ অথবা অপছন্দ করেছে স্থান, কাল, পাত্রভেদে।

এসব নিয়ম মেনে চলাই ইবাদত। কিছু শর্তের ভিত্তিতে এসব আমল করলেই তা ইবাদত রূপে গন্য হয়।

আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ [٥١:٥٦]

“আমি মানুষ ও জীনকে একমাত্র আমার ইবাদতের জন্যই সৃষ্টি করেছি”। (সূরা যারিয়াত ৫১:৫৬)

ইসলামি সাহিত্যে ইবাদতের শর্ত পূরণ করা হলে একাজ ইবাদাত রূপে গন্য হবে। মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য সার্থক হবে। মানুষ যেহেতু দুনিয়াতে আল্লাহর প্রতিনিধি তাই তাদের সকল কর্মকান্ডে প্রতিনিধিত্বের স্বাক্ষর থাকবে। সাহিত্য এর বাইরে নয় ।

আল্লাহর কিতাব-ওহী এবং সাহিত্যঃ-

একটি পর্যালোচনায় আল্লাহ তায়ালা বলেন :

وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ ۚ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُّبِينٌ [٣٦:٦٩]

আর আমি তাকে কবিতা শিক্ষা দেইনি এবং এটা তার জন্য শোভনীয় নয়, এটা শুধু উপদেশ এবং সুস্পষ্ট কুরআন। (সূরা ইয়াসীন ৩৬:৬৯)

আল্লাহ তায়ালা আরও বলেন,

وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ [٦٩:٤١]

"এটা কোন কবির কথা নয়। (সূরা হাক্কাহ ৬৯:৪১)।

আল কুরআন আল্লাহর বাণী, হিদায়াত, উপদেশ, জীবন বিধান যা মানুষের সার্বিক জীবন নিয়ন্ত্রণ করে, আল্লাহ তায়ালা নিজেই আল কুরআনের পরিচয় দিয়েছেন এভাবে-

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ۚ

রমযান মাস যাতে কুরআন নযিল হয়েছিল, মানবগোষ্ঠীর জন্য পথপ্রদর্শক হিসেবে, আর পথনির্দেশের স্পষ্ট প্রমাণরূপে, আর সত্য মিথ্যার পার্থক্যকারীরূপে। (সূরা বাকারাহ ২:১৮৫)

বিভিন্ন সূরা ও আয়াতে আল কুরআনের পরিচয় প্রকাশক অনেক নাম উল্লেখ আছে। যেমন- কিতাব, ফুরকান, নূর, রূহ, হূদা, বায়্যিনাত, হুকুম ইত্যাদি। আল্লাহ প্রদত্ত এসব নামই আল কুরআনের জন্য যথার্থ। এটা সম্পূর্ণ আল্লাহর কালিমা বা কথা যা সকল প্রকার ত্রুটি থেকে মুক্ত। আল্লাহর কিতাবের সাথে মানবীয় রচনা ও কথার কোন তুলনা চলে না।

মহান আল্লাহ বলেন,

ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ

এটা এমন কিতাব; যাতে কোন সন্দেহ নেই (সূরা বাকারাহ ২:২)।

সূরা হা-মীম-আস্‌সাজদাহ তে মহান আল্লাহ আরও বলেন-

لَّا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ ۖ تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ [٤١:٤٢]

কোন মিথ্যা এতে অনুপ্রবেশ করতে পারবে না, অগ্র থেকেও নয়, পশ্চাত থেকেও নয়। এটা প্রজ্ঞাবান, প্রশংসনীয় আল্লাহর নিকট হতে অবতীর্ণ (সূরা হা-মীম-আস্‌সাজদাহ ৪১:৪২)।

মানুষের রচনা এর বিপরীত, ভুল তার নিত্য সঙ্গী। আল কুরআন সাহিত্য নয়, কাব্যও নয়। সাহিত্য রচনা করে মানুষ-মানুষের জন্য, সৃষ্টির বিষয়াদি এতে অন্তর্ভূক্ত। তবে শরীয়ার বিধান মেনেই সাহিত্য রচনা করতে হবে। এ বিষয়ে আমরা আগেই আলোচনা করেছি। ওহী, আল্লাহর কিতাব-আল কুরআনের পরিচয় ও মর্যাদা সম্পর্কে জানতে হবে। একে অক্ষুন্ন রাখতে হবে। কোন ভাবেই এর সাথে মানুষের কর্মের (রচনার) তুলনা দেয়া যাবে না।

ইসলামি সাহিত্যের ধারা, অতীত-বর্তমান ঃ-

১.পৃথিবীতে প্রচীনকাল থেকেই মানুষ বিভিন্নভাবে মনের ভাব, আবেগ-অনুভূতি প্রকাশ করে আসছে। মনের ভাবকে যখন শৈল্পিক রূপ দিয়ে সাজিয়ে, চিত্তাকর্ষক রূপে উপস্থাপন করা হয়েছে, তখন তা সাহিত্য রূপে বিবেচিত হয়েছে। অন্তত সাধারণ কথা-বার্তার তুলনাই তা বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। আমরা প্রচীন মনীষীদের অনেক জ্ঞানগর্ভ উক্তি-উদ্ধৃতি পাই, যা আমাদের কাছে প্রবাদতুল্য, অনুস্মরণীয়।

ইবনু আব্বাস (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন এক বেদুঈন এসে কথা বলা শুরু করলে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন,

ان من البيان سحرا وان من الشعر حكما-

অর্থঃ কোন কোন আলোচনা যাদুর মত হৃদয়গ্রাহী; আর কোন কোন কবিতা হিকমাতপূর্ণ। (সহীহ আবু দঊদ, অনুচ্ছেদঃ কবিতা, হাঃ ৫০১১)

২. অনেক প্রচীন সাহিত্য আমরা পাই, যাতে শিক্ষনীয় বিষয় রয়েছে। যেমন- অনেক (আরবী) কবিতা আছে, যাতে ব্যবহৃত শব্দ আল কুরআনের কোন শব্দের অর্থ বুঝতে প্রয়োজন হয়। তাফসীরে এরূপ বহু কবিতার শ্লোক-চরন উল্লেখ করা হয়েছে। বিভিন্ন তাফসীর পাঠ করলে আমরা তা জানতে পারি।

৩. অনেক কবির কবিতা উত্তম-চমৎকার, কিন্তু সেই কবি ভাল নাও হতে পারে। যেমন- জাহেলী যুগের কবি উমাইয়া ইবনে আবী সালত্ অনেক উত্তম কবিতা রচনা ও আবৃত্তি করেছে, নাবী (সঃ) তার কবিতার অনেক পংক্তি (লাইন-চরন) শুনেছেন, যেখানে আল্লাহর একত্ববাদ, ক্ষমতা ও স্থায়ীত্বের উল্লেখ আছে ।

আবু হুর‍্যরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

ان اصدق بيت قاله الشاعر: الا كل شي ما خلا الله باطل

وكاد(امية) بن ابي الصلت ان يسلم-

কবির কবিতার মধ্যে সবচেয়ে সত্য কবিতাটি হচ্ছেঃ জেনে রেখো আল্লাহ ছাড়া আর সবকিছুই বাতিল। আর ইবনে আবী সালত ইসলামের নিকটবর্তী ছিল। (সহীহ মুসলিম, অধ্যায়ঃ কবিতা, হাঃ ৫৭২৫)

অথচ এই উমাইয়া ইবনে আবী সালত ছিলেন জাহেলী যুগের কবি এবং জাহিলিয়াতের উপর তার মৃত্যু হয়। কিন্তু তার কবিতার মধ্যে তাওহীদের স্বীকৃতি ও কিয়ামতের ধারণা অত্যন্ত সুস্পষ্ট। কোন ক্ষেত্রে কবি ঈমানদার না হলেও তার কবিতায় ব্যবহৃত উত্তম কথা গ্রহণযোগ্য, যদি তা ইসলামি মানদন্ডে উত্তীর্ণ হয়। ইসলামের বৈশিষ্ট্য হলো ইসলাম প্রতিটি বিষয় যথাযথ মূল্যায়ন করে।

৪. সাহাবীগণ (রাঃ) কবিতা আবৃত্তি করেছেন (অনেকেই)। তারা খন্দকের যুদ্ধে ও আবৃত্তি করেছেন, যা বুখারী ও অন্যান্য কিতাবে বর্ণিত আছে। এক যুদ্ধ সফরে এক জন সাহাবী (রাঃ) উচ্চকণ্ঠে হুদী বা বর্ণনা সংগীত গেয়েছেন। রসূলুল্লাহ সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার জন্য দুয়া করেন এবং পরবর্তীতে তিনি শহীদ হন। সাহাবায়ে কেরামের কাব্য প্রতিভা ছিল অসামান্য। তাদের কবিতা পরবর্তীতে সংকলিত হয়েছে। বিশেষত: হাসসান (রাঃ), আলী (রাঃ), কাব (রাঃ), আব্দুল্লাহ ইবনু রাওয়াহা (রাঃ) প্রমুখের কবিতা রয়েছে। আমরা যখন সাহাবায়ে কেরামের (রাঃ) জীবনী পাঠ করি, বিভিন্ন জিহাদের ঘটনা পড়ি, দেখি সেখানে প্রচুর কবিতা-বক্তৃতায় উল্লেখ আছে। যা তারা বিভিন্ন ক্ষেত্রে উপস্থাপন করেছেন। এর ধারাবাহিকতা প্রতি যুগেই ছিল। এর পরিমাণ অনেক, যে কারণে ইসলামি সাহিত্যের ভান্ডার সমৃদ্ধ বিশেষত আরবী ভাষায় এগুলো রচিত হয়েছে। এর কিছু অংশ ভাষান্তরিত হয়েছে মাত্র।

৫. আগের মানুষের মেধা ছিল বেশী। তারা কথাও বলতেন কাব্যিক ছন্দে। আরব কবিরা হাজারো লাইন মুখস্তই বলতেন। তখন কাব্য চর্চা ও প্রতিযোগিতা হত, এ জন্য মেলা বসত। আরবে 'আস-সাবউল মুয়াল্লাকাত' (ঝুলন্ত সপ্ত কবিতা) নির্বাচন করে কাবায় লটকে দেয়া হত। ইসলামের আবির্ভাবের পর প্রাতিষ্ঠানিকভাবে এগুলো প্রচলন করা হয় নি। সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) তাদের মেধা-প্রতিভা আল-কুরআন ও হাদিসে ব্যবহার করেছেন বা প্রয়োগ করেছেন। ফলে অসংখ্য কুররা, মুফাসসির, মুহাদ্দীস ইত্যাদি মানব জাতির জন্য তারা এসব অবদান রেখে গিয়েছেন। নিছক কাব্য প্রতিভা নয়, সকল বিষয়ে তাদের প্রতিভার স্বাক্ষর রয়েছে। তাদের কাব্য প্রতিভা তো পূর্ব থেকেই ছিল, তারা তা দ্বীনি কাজে ব্যবহার করেছেন। তারাই আমাদের জন্য অনুসরণীয়। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকুন।

৬. সাহাবীদের (রাঃ) পরেও আমরা দেখতে পাই এর ধারাবাহিকতা। তারা কুরআন, হাদীস, আহকাম ইত্যাদি চর্চার পাশাপাশি ইসলামি সাহিত্য রচনা-চর্চা করেছেন। তারা ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন শুরু থেকে তাদের যুগ পর্যন্ত মানব সভ্যতার বর্ণনা-চিত্র তারা ফুটিয়ে তুলেছেন এগুলোই সংরক্ষিত ও প্রচলিত আছে । প্রয়োজন আমাদের আগ্রহ ও জানার প্রচেষ্টা।

৭. পূর্ববর্তী ও সমসাময়িক অনেক জাতিগোষ্ঠীর কথা আমরা জানতে পারি। তাদের সমাজ-সভ্যতা, আচার-আচরণ, রীতি-নীতি ইত্যাদির বিশদ বিবরণ রয়েছে। এর মধ্যে যেগুলো নিছক কল্পকাহিনী নয় বা হাস্যরস নয়, সেগুলো দ্বারা উক্ত সমাজের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আমরা জানতে পারি। সমাজের গতি-প্রকৃতি জানতে পারি। এটা জানলে আমরা তাদের ব্যাপারেও সঠিক/যথাযথ ধারণা রাখতে পারব। তাদের সমস্যাবলী চিহ্নিত করে তা থেকে সতর্ক থাকতে পারব, ইনশা-আল্লাহ।

৮. অনেক মানব গোষ্ঠীর ভ্রান্ত আকাঈদ ও মতবাদ সম্পর্কে আমরা জানতে চেষ্টা করি, তাতে বিলীন হওয়ার জন্য নয়। ঐসব ভ্রান্ত মতবাদ অনুসরণের জন্য নয়। বরং তাদেরকে তাদের ভ্রান্ত মতবাদ ও অন্যায়-আনাচার থেকে মুক্ত করতে, সেগুলোকে নষ্ট ও ধ্বংস করার কৌশল বের করতে। তাদের সমস্যাবলী চিহ্নিত করে তার সমাধানে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করার প্রত্যয় নিয়েই তাদের সম্পর্কে যথাযথ তথ্য জানতে ও পর্যালোচনা করতে হবে।

৯.বর্তমানে যে সব সাহিত্য প্রচলিত আছে তার বেশীর ভাগই অগ্রহণযোগ্য। এগুলো উপকার অপেক্ষা ক্ষতিই করে বেশি। এগুলোতে লিপ্ত হওয়া যাবে না। কিন্তু এগুলো সম্পর্কে যথাযথ ধারণা রেখে এ গুলো সম্পর্কে সকলকে সতর্ক করতে হবে। সতর্ক হতে হবে সকলকেই। আর সতর্ক করার দায়িত্ব বিশেষজ্ঞদের। আলিম, জ্ঞানী ও নেতৃস্থানীয়গণ এ বিষয়ে যতটুকু প্রয়োজন জেনে সকলকে সতর্ক করবেন। নিজে নিজে এ বিষয়ে গবেষণার জন্য যে কারো আগ্রহী হওয়ার প্রয়োজন নেই বরং মুমিনদের মধ্যে কিছু যোগ্য ব্যক্তিকে একাজে মনোনীত করতে হবে, যারা সুনির্দিষ্ট নিয়মনীতি অনুসরণ করে এ দায়িত্ব পালন করবেন। আর অন্যরা তাদের সুপারিশ মেনে চলবেন। যেমন-সবাই অন্যধর্মের বই, ভ্রান্ত মতবাদ, আধুনিক মতবাদ, সেকুলারিজম, ডেমোক্রেসী ইত্যাদি সম্পর্কে বিস্তারিত জানবেন না বা জানতে পারবেন না বরং দায়িত্বপ্রাপ্ত যোগ্য ব্যক্তিগণ জেনে অন্যদের যার যতটুকু দরকার জানাবেন, যাতে সকলেই সতর্ক থাকতে পারেন।

১০.বর্তমানে সাহিত্যের অন্যতম অনুষঙ্গ, গান- সংগীত ইত্যাদি। এটা আগেও ছিল। এর ভক্তবৃন্দের সংখ্যা অনেক। প্রচলিত ধারার গানের কথা বলার অপেক্ষা রাখেনা, এটা নানা সমস্যায় জর্জরিত। এমনকি ইসলামী সংগীত হিসাবে যেগুলো প্রচলিত আছে তাতেও অনেক সমস্যা আছে, এগুলোতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে এমন কিছু কথা আছে যা অনেক ক্ষেত্রে অতিরঞ্জিত, শির্কের গন্ধযুক্ত। এগুলো নিছক সুরের ঢেউয়ের মাঝে চলে যায়। এগুলো বাছাই করে এ থেকে সতর্ক থাকতে ও সকলকে সতর্ক রাখতে হবে।

১১. পরিবর্তিত বিশ্ব পরিস্থিতিতে সাহিত্যের কোন অংশ অন্য অংশের উপর কর্তৃত্ব করে। যেমন- কখনো কাব্য-কবিতার প্রভাব ছিল বেশি। এরপর প্রবন্ধ রচনার গুরুত্ব বেড়েছে। গল্প উপন্যাস ইত্যাদির ব্যাপক প্রচলন-প্রভাব বর্তমানে দেখা যাচ্ছে। এর বেশির ভাগই বর্জনীয়।

আর ইসলামি ধাচের যেসব ঐতিহাসিক উপন্যাস বা বই বা সাহিত্য নামে প্রচলিত আছে সেগুলোও পুরোপুরি ইসলামি মানদন্ড অনুসরণ করে রচিত হয়নি। আমাদের পরিচিত এসব সাহিত্য কিছুটা ইসলামি আর কিছুটা প্রচলিত ধারার সাহিত্যের সাথে মিশে গেছে। এটা হয়তো মানুষকে ইসলামের দিকে/ ইসলামি সাহিত্যের দিকে আকৃষ্ট করার প্রচেষ্টা। অনেকে হয়তো আকৃষ্ট হয়েও থাকেন, সেটা ভিন্ন ব্যাপার।

মূল বিষয় হল ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করার জন্য মিশ্র নীতি অবলম্বনের প্রয়োজন নেই।

বাড়াবাড়ি-ছাড়াছাড়ির প্রয়োজন নেই। বরং ইসলামি অনুশাসনের বাস্তব চর্চা সাহিত্যে ফুটিয়ে তুলাই যথেষ্ট, ইংশা-আল্লহ। কোন ঐতিহাসিক ঘটনাকে এতো রঙ্গিন করে উপস্থাপনের প্রয়োজন নেই। হয়তো প্রেমকাহিনীকেই বর্তমানে অনেকে সাহিত্য মনে করে। ইসলামি প্রেম বলতে কিছু নেই এটা মনে রাখতে হবে। রোমান্টিক কাহিনীরও প্রয়োজন নেই। ইসলামি সাহিত্যে এসব গ্রহনযোগ্য নয়। নারী-পুরুষের বিবাহ বর্হিভুত সম্পর্ক কিংবা বিবাহ পরবর্তী দাম্পত্য সম্পর্কের অপ্রকাশযোগ্য/ঐকান্ত সম্পর্ক ইত্যাদি উল্লেখ না করেও সুন্দর ও আকর্ষণীয় সাহিত্য রচনা করা যায়। মিথ্যা না বলেও বহু সত্য ঘটনা উপস্থাপন করা যায়, যেগুলোতে ইসলামের অনুশাসন মানা হয়েছে।

১২. আমাদের জন্য শিক্ষা রয়েছে রসূলুল্লাহ সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, হিদায়াতপ্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশেদীন (রাঃ) এবং তার প্রিয় সাহাবীগণ (রাঃ) এর জীবনীতে। যা পরে ইবনু কাসীর (র), ইবনু হিশাম (র) এবং ইবনু সাদ (র) সহ অনেক গ্রন্থকার তাদের কিতাবে বর্ণনা করেছেন-

আমীরুল মুমিনীন উমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) এর খিলাফাতের সময় বসরার এক এলাকায় নিযুক্ত কর্মকর্তা ছিলেন নুমান ইবনে আদী ইবনে নাছলাহ । তিনি একদা কবিতা আবৃত্তি করেছিলেন- তাতে শারাব, নারী এবং তাদের কণ্ঠে গান শ্রবণের আগ্রহ ছিল [কবিতা এখানে উল্লেখ করা হল না]। কবিতার শেষে এটাও ছিল যে, "আমার এ কবিতা আমীরুল মুমিনীনের কাছে পৌছলে তিনি কষ্ট পাবেন, রাগান্বিত হবেন"। সত্যিই যখন উমর (রাঃ) এর কাছে কবিতা পৌছল, তখন তিনি উত্তরে লিখলেন- "তোমার কথাই ঠিক, এটা আমাকে কষ্ট দিয়েছে"। এরপর তিনি তাকে উক্ত দায়িত্ব থেকে অপসারণ করলেন। পরবর্তীতে তিনি এসে বললেন- আমীরুল মুমিনীন আমি মদ পান করিনি, নারী সংসর্গেও যায়নি। আমি যা বলেছি তা কবিতা মাত্র। তখন উমর (রাঃ) বলেন, আমিও এটি বুঝি/জানি। তুমি যা বলেছ তাতো বলেছই। তিনি তাকে তিরস্কার করলেন এবং পূর্বোক্ত দায়িত্বের জন্য তাকে অযোগ্য ঘোষণা (বিবেচনা) করলেন (তাফসীর ইবনে কাসীর ২৬:২২৪-২২৭)।

আল্লাহ তায়ালা যথেষ্টই বলেছেন,

وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ [٢٦:٢٢٤] أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ [٢٦:٢٢٥] وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ [٢٦:٢٢٦] إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانتَصَرُوا مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا ۗ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ [٢٦:٢٢٧]

"আর কবিদের অনুসরণ করে তারা যারা বিভ্রান্ত। তুমি কি দেখনা, তারা বিভ্রান্ত হয়ে (কল্পনার জগতে) প্রত্যেক উপত্যকায় ঘুরে বেড়ায়? এবং তারা বলে যা তারা করে না। কিন্তু তারা ব্যতীত যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে এবং আল্লাহকে বারবার স্মরণ করে ও অত্যাচারিত হবার পর প্রতিষোধ গ্রহণ করে। অত্যাচারীরা শীঘ্রই জানবে তাদের গন্তব্যস্থল কোথায়!" (সূরা আশ শুয়ারা ২৬ঃ ২২৪-২২৭)।

আমরা তাদের থেকেই শিক্ষা গ্রহণ করব। একটি পরিশুদ্ধ সমাজের জন্য অবশ্যই এর সদস্যদেরকে পরিশুদ্ধতার মানে উত্তীর্ণ হতে হবে।

১৩. অনেকেই হয়তো বলবেন- এসব সাহিত্যের মধ্যে অনেক শিক্ষা রয়েছে। হ্যাঁ; যেকোন কিছুতেই এরূপ কিছু শিক্ষা থাকতে পারে। কিন্তু এর পরিমাণ কত? খুবই সামান্য। হাজার পৃষ্ঠা পড়লে দু-চারটি পাওয়া যেতে পারে!! অথচ শিক্ষার উদ্দেশ্যই যদি থাকে তাহলে যেখানে প্রতি লাইন/প্রতি পৃষ্ঠাতেই অনেক শিক্ষা-সুশিক্ষা রয়েছে, সেটাই চর্চা করা উচিত। এরপরও যদি বিশেষ প্রয়োজন হয় তবে যোগ্য ব্যক্তিগণ যথাযথ উৎস ঘাটাঘাটি করবেন। আর ঐসব সাহিত্য পাঠের উদ্দেশ্য-এক ধরণের 'ভাললাগা' বা 'মজাপাওয়া' এবং নিছক 'উপভোগ করা' যা গ্রহণযোগ্য নয়। ইসলামে মজা পাওয়ার বহু উত্তম পন্থা আছে, তা অবলম্বন করা উচিত।

১৪. বিশেষ কোন শিক্ষা ও শিক্ষার উদ্দেশ্য তাদের (এরূপ) অনেক সাহিত্যে থাকে না। যেমন- ছোট গল্পের পরিচয় দিতে এক কবি কবিতার ছন্দে বলেছেন, "নাহি বর্ণনার ছটা, ঘটনার ঘনঘটা; নাহি তত্ত্ব, নাহি উপদেশ"। হ্যাঁ; শিক্ষনীয় প্রবন্ধ-রচনা- কবিতা আছে, সেগুলো নিয়ম অনুযায়ী গ্রহণ করতে হবে। এব্যাপারে পূর্বেও উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু অতীত থেকে বর্তমান-অনেক অপ্রয়োজনীয় ও ক্ষতিকর সাহিত্য রয়েছে, সেগুলো অবশ্যই বর্জনীয়। এক শ্রেণীর পাঠক নিজেরা যেসব আড্ডা গল্পে লিপ্ত থাকে, তারা কিরূপ গল্পের বইয়ের শ্রোতা- এটা মাথায় নিয়েই অনেক লেখক-প্রকাশক বই প্রকাশ করে, এতে মানুষের উপকার নেই।

১৫. আধুনিক যুগে সাহিত্যের অন্যতম বাহন/মাধ্যম পত্র-পত্রিকা, সাময়িকী ইত্যাদি। পত্রিকা-সংবাদপত্রে নানা ধরণের বিষয় প্রকাশিত হয়। প্রচলিত নোংরা রাজনীতির বহুরূপী প্রচারণা এবং যাচাই বাছাই ছাড়াই সত্য-মিথ্যার মিশ্রণ কাহিনী প্রচারিত হয়। এগুলোর অধিকাংশই বর্জনীয়।

তবে এসব পত্রিকার মাধ্যমে সমসাময়িক সমাজের প্রকট সমস্যা জানা যায়। যারা সুস্থ-সুষম সমাজ বিনির্মাণে আগ্রহী ও চেষ্টারত, তারা সমাজের সমস্যা বুঝতে ও চিহ্নিত করতে সক্ষম হবেন এসব পাঠ করে। চিকিৎসক কে অবশ্যই রোগী ও রোগ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা রাখতে হবে। তাহলে তিনি উক্ত রোগ নির্ণয় করে সঠিক চিকিৎসার জন্য

যথাযথ ব্যবস্থাপত্র ও ঔষধ-পথ্য দিতে পারবেন। কিন্তু এসব রোগ-ব্যাধি যেন কোনভাবেই চিকিৎসক কে না ধরে সেদিকে সর্বোচ্চ সচেতন ও সতর্ক থাকতে হবে। কাউকে ধরলে সাথে সাথে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের শরনাপন্ন হতে হবে। আর যারা চিকিৎসক নন অর্থাৎ সাধারণ মানুষ তাদের রোগের সংস্পর্শে যাওয়ার প্রয়োজন নেই।

এই হাদীসটি স্মরণ রাখতে হবে-

হাফ্স ইবনে আসি (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

كفى بالمرء كذبا ان يحدث بكل ما سمع

কোন ব্যক্তি মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত হওয়ার জন্য এটুকুই যথেষ্ট যে, সে যা শোনে (যাচাই ব্যতীত) তাই বলে বেড়ায়। (সহীহ মুসলিম, অনুচ্ছেদঃ ৩. প্রত্যেক শোনা কথা বলে বেড়ানো নিষেধ)

১৬. আধুনিক যুগে বহু ধরণের মিডিয়া যুদ্ধ ও তথ্য সন্ত্রাস চলছে। এসব মাধ্যম (মিডিয়া) সাহিত্যের উপাদান-বিষয়বস্তু বহন করে। এতে নানা ধরণের ভার্চুয়াল লেখালেখি ও প্রচারণা চলে। যারা এগুলোর সাথে সংশ্লিষ্ট, তাদেরকে অনেক বেশি সচেতন থাকতে হবে। অনেক নিকৃষ্ট ব্যক্তি বা গোষ্ঠী তাদের মন্দ লেখা নিরাপদে প্রচারের জন্য এসব মাধ্যম ব্যবহার করে এবং কর্তৃপক্ষ ও তাদেরকে সুরক্ষা দেয়। এর সাথে সংশ্লিষ্ট কিছু বিষয় ইতিমধ্যেই আমাদের সামনে এসেছে। আগামীতে এগুলোর নানা মন্দরূপের প্রচারণা-রচনা-উদ্ভাবনাকে ব্যর্থ করতে আমাদের চিন্তা করতে হবে। এটা নিশ্চিত যে, ইসলামি মানদন্ড যথাযথ অনুসরণ করলে কোন অন্যায় সুবিধা করতে পারবে না, ইংশা-আল্লহ।

১৭. কৌতুক মানব জীবনের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়। কারো সম্মান-মর্যাদা নষ্ট না করে এবং মিথ্যা না বলেও প্রয়োজনে কৌতুক করা যায়। হাদীসে ও পূর্বসূরীদের জীবনী থেকে আমরা অনেক শিক্ষামূলক কৌতুক পেয়ে থাকি। ভাল কথা ভালভাবে উপস্থাপনের মাধ্যমেও এটা করা যায়।

প্রচীন-মধ্যযুগীয় ও আধুনিক সাহিত্যের নানারূপ বিবর্তন, পরিবর্তন, ভাষা-ব্যকরণ-অভিধান ইত্যাদি চর্চা এবং আগে-পরে ইসলামি বিধি-বিধান সাধ্য অনুযায়ী অনুশীলন করত মানুষকে সতর্ক করে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করার জন্য এ বিষয়ে লিখতে উদ্বুদ্ধ হয়েছি। এতে আল-কুরআন ও হাদীসকে সাহিত্য হিসেবে উপস্থাপন করা হয়নি। বরং আল-কুরআন ও হাদীস থেকে বিধান ও মানদন্ড গ্রহণ করেছি (এ বিষয়ে)। এ প্রবন্ধে সাহিত্য সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করলাম। এতে বিস্তারিত না লিখে শুধু ইঙ্গিত দিয়েই প্রতিটি বিষয় উপস্থাপনের চেষ্টা করা হয়েছে। একই কথা একাধিকবার এসে থাকলে তা দ্বারা পৃথক দৃষ্টিভঙ্গি ও রূপ ফুটিয়ে তুলার চেষ্টা করা হয়েছে। আমরা আমাদের জীবনের উত্তম বিষয়গুলো প্রয়োগ করলে সফলতা পাব, ইংশা-আল্লহ। আল্লাহ আমাদের সুস্বপ্ন বাস্তবায়ন করুন।

একটা বিষয় লক্ষণীয়, কারো ইসলামি সাহিত্য চর্চা মানে এ নয় যে, সে নিছক সাহিত্য চর্চায় বন্দি হয়ে যাবে এবং তার উপর অর্পিত দায়িত্বপালনে শিথীলতা প্রদর্শন করবে। এরূপ হলে ইসলামি সাহিত্যের সার্থকতা থাকে না। বরং সার্বিক দ্বীনি দায়িত্ব/অর্পিত দায়িত্বসমূহ পালনের ক্ষেত্রে সহায়তার জন্য ইসলামি সাহিত্য কখনো প্রয়োজন হয়। সাহাবী (রাঃ) এবং তাদের পরবর্তী হক্বপন্থী ও অনুস্মরণীয় ব্যক্তিগণ প্রধানত দ্বীনি দায়িত্ব পালন করেছেন এবং প্রয়োজনে ইসলামি সাহিত্যের সহায়তা নিয়েছেন। কিন্তু তারা কখনো প্রয়োজনীয় দায়িত্ব পালন বাদ দিয়ে সাহিত্য চর্চা করেন নাই।

আবার (তাদের) পরবর্তীরা যখন দায়িত্ব ছেড়ে সঠিক আমল বাদ দিয়ে সাহিত্য চর্চায় বিলীন (মগ্ন) হয়েছে, তখন তারা আর সঠিক পথে দৃঢ় থাকতে পারে নাই। তারপর মুসলিমরা পর্যায়ক্রমে দূর্বল হয়ে পড়েছে, যার ধারাবাহিকতার অন্তর্ভূক্ত হয়ে পড়েছি আমরা! সে দুঃখ জনক ইতিহাস ও বর্তমান অবস্থার কথা আমাদের সবার জানা। এ থেকে আমাদেরকে শিক্ষা নিতে হবে। আল্লাহ আমাদেরকে যথাযথ দ্বীনি দায়িত্ব পালনের তৌফিক দান করুন, আমীন।

সমস্ত প্রশংসা অংশিদারমুক্ত এক আল্লাহ্‌র জন্য, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন কল্যাণ ও অকল্যান দাতা নেই তার কাছেই আমি তাওবাহ ও ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

রচনায়ঃ শাইখ আব্দুল্লাহ আল সুহাইল (ফাঃ আঃ)

পরিবেশনায়ঃ **saifullah media**